Local Modules Prepared by

SLA

Tripura
2020-2021

Contributors

Sri Mihir Debnath, H.M

Sri Ramkrishna Bhattacharya, H.M

Sri Ranjan Debnath, A.H.M

Sri Himangshu Debnath, H.M

Sri Manidipa Sutradhar, Lecturer DIET

Smt. Sumita Datta, Lecturer, DIET

Smt. Rina Das, A.H.M

Sri Rajib Biswas, H.M

Sri Dulal Chowdhury, H.M

Smt. Bobita Majumder, A.H.M

Smt. Basanti Bhattacharjee, H.M

Sri Thaisa Mog, A.H.M

Smt. Sukla Singha, PGT

Sri Shankha Raj Guha, PGT

Smt. Rashmita Deb, PGT

Partha Pratim Acharya, Co-ordinator SLA, SCERT (Editor)

মুলক্ষেত্র

শিখনক্ষেত্রে অতিমারি সময়কালে এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় নেতৃত্বদান

আমরা করবো জয়, আমরা করবো জয়

আমরা করবো জয় একদিন —

আহা বুকের গভীরে আছে প্রত্যয়—

আমরা করবো জয় একদিন।

আমাদের নেই কোনো ভয়,

আমাদের নেই কোনো ভয় আজকে —

আহা বুকের গভীরে —

আমরা জেনেছি,

আমরা করবো জয় নিশ্চয়।

সহায়তাপ্রদানকারীর জন্য চেকলিস্ট

মুলক্ষেত্র -১

শিক্ষাক্ষেত্রে অতিমারি সময়কালে এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় নেতৃত্বদান—
আপনি কি আজকের জন্য নিম্নে বর্ণিত রিসোর্সগুলো সংগ্রহ করার কথা মনে রেখেছেন?

- পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশান (অতিমারি এবং তার পরবর্তী সময়কালে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া)
- দুটো কেস্ স্টাডি এর হ্যান্ডআউট

সুনিশ্চিত করুন যে আপনার কাছে নিম্নলিখিত জিনিসগুলো লভ্য—

১। চার্ট পেপার
২। স্কেচ পেন
৩। সাদা কাগজ
৪। ল্যাপটপ/কম্পিউটার
৫। প্রোজেক্টর
৬। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশানের হার্ডকপি
৭। প্রজেক্টর

মুলক্ষেত্র - ১

শিক্ষাক্ষেত্রে অতিমারি সময়কালে এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নেতৃত্বদান।

ভূমিকা ঃ এই এককে বিদ্যালয় প্রধান কোনো অতিমারি সময়কালে কীভাবে বিভিন্ন প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে পারবেন তা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বিদ্যালয় প্রধানরা বুঝতে পারবেন কীভাবে কোনো পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করা যায়। এই মডিউল থেকে বোঝা যাবে বিদ্যালয়ে নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে কীভাবে "থিঙ্কিং আউট অফ দ্যা বক্স" অর্থাৎ গতানুগতিক ধারণা থেকে সরে এসে অন্যরকম ভাবে কী ভাবা যায়। (বিদ্যালয়কে একটি শিখন প্রতিষ্ঠান হিসাবে রূপান্তরিত করতে গেলে প্রয়োজন শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার রূপান্তরকরণ)। এই মূলক্ষেত্রটিতে অংশগ্রহণকারীদের বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করে দলগত কাজ ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের পদ্ধতি নির্ধারিত হবে।

এক নজরে আজকের কার্যক্রম

অধিবেশন	নাম	সময়
১	COVID-19 পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতাসমূহ আদান প্রদান	৯০ মিনিট
২	অ-গতানুগতিক শিক্ষণ-শিখন ক্রিয়া	৯০ মিনিট
৩	অতিমারি এবং তার পরবর্তী সময়কালে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া	৬০ মিনিট
৪	রাজ্যের প্রেক্ষিতে চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপ	১২০ মিনিট

অধিবেশন —১ ঃ Covid-19 পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় কেন্দ্রীক অভিজ্ঞতাসমূহের আদান প্রদান

কার্যক্রম	সময়	প্রত্যাশিত ফলাফল
প্রারম্ভিক কাজ : COVID-19 পরিস্থিতিতে বিদ্যালয়কেন্দ্রীক অভিজ্ঞতাসমূহের আদান প্রদান	৬০ মিনিট	সকল অংশগ্রহণকারীর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধকরণ

কাজ-১ Covid-19 পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় কেন্দ্রীক অভিজ্ঞতাসমূহের আদান প্রদান—
কীভাবে এই কাজ পরিচালনা করতে হবে ?

পদ্ধতি : ব্যক্তিগত ও দলগত অভিজ্ঞতার আলোকপাত।

প্রস্তাবিত পদক্ষেপ :

- Covid-19 পরিস্থিতিতে, অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে।
- ব্যক্তিগতভাবে অভিজ্ঞতাগুলো লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সহায়তাকারীর সাহায্য নিয়ে দলগতভাবে সেগুলোকে তালিকাভুক্ত করবে।

সহায়তাপ্রদানকারীর প্রতি :

- এটা একটি প্রারম্ভিক কাজ যার দ্বারা উক্ত আলোচনাটি শুরু করবেন।
- ৮-৯জন অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে দলগঠন করে, তাদের অভিজ্ঞতাগুলো সংগ্রহ করবেন।
- তাদের মধ্যে স্কেচ্‌পেন কাগজ এবং চার্ট পেপার বিতরণ করবেন।
- যৌক্তিক উপায়ে তিনি উল্লিখিত বিষয়টিকে সম্বোধন করবেন এবং এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মূলবার্তা

- ❖ আমরা একত্রিতভাবে পরিস্থিতিটির মোকাবিলা করবো এবং যেকোনো সমস্যার সমাধান করবো।
- ❖ এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নতুন ভূমিকা এবং মনোভাব পোষণ করা হবে যা আগামীদিনে এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় আবশ্যক।

অধিবেশন —২ ঃ অ-গতানুগতিক শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া

কার্যক্রম	সময়	প্রত্যাশিত ফলাফল
অ-গতানুগতিক শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া	৯০ মিনিট	অতিমারি পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে নতুন ব্যতিক্রমী প্রক্রিয়া উল্লিখিতকরণ

কাজ-২ : **অ-গতানুগতিক শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া**

কীভাবে এই কাজ পরিচালনা করতে হবে ?

পদ্ধতি : **Case study উপস্থাপন এবং দলগত চিন্তনমূলক প্রশ্ন আলোচনা** ।

কেস স্টাডি-১

বিদ্যালয়ের নাম ঃ ক্ষুদিরাম বসু ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।

কোভিড-১৯অতিমারির কারণে সাল ২০২০ এর মার্চ মাস থেকে নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত আমাদের বিদ্যালয়গুলো বন্ধ ছিল। আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য এই দীর্ঘকালীন 'ছুটি' ছিল অনেকটাই অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অপ্রত্যাশিত। শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের জন্যও এই 'ছুটি' যেন এক প্রকার বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কারণ কেউই জানত না ঠিক কবে আমাদের বিদ্যালয়গুলো আবার চালু হবে এবং পূর্বের মতো পঠনপাঠন শুরু করা যাবে। যদিও এই করোনাকালে আমাদের শিক্ষকেরা নিয়মিত অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে পাঠদান করেছেন, তবুও শিক্ষার্থীদের একটা অংশ হয়তো এই সুবিধে থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। যাইহোক, অবশেষে, ত্রিপুরা সরকারের নির্দেশানুসারে ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ত্রিপুরার বিদ্যালয়গুলোতে পর্যায়ক্রমে পঠনপাঠন চালু করা হয়েছে।

এখানে এটা উল্লেখযোগ্য যে এই অতিমারিকালেও ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার ক্ষুদিরাম বসু ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে করোনার সমস্ত বিধিনিষেধ মেনে সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের State Mathematical and Science Talent Search Examination পরীক্ষার প্রস্তুতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর সমস্ত কৃতিত্ব অবশ্যই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী বাসন্তী ভট্টাচার্য মহোদয়া এবং তাঁর টিমের। তবে এই কাজ খুব সহজ ছিল না, বরং এই টিম গঠন এবং কাজ সম্পাদন করতে বিদ্যালয় প্রধানের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

চ্যালেঞ্জ ঃ শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের মধ্যে করোনাজনিত ভীতি থাকার কারণে তারা বিদ্যালয়ে যেতে অনীহা প্রকাশ করেছিল। তাই, এই কঠিন সময়ে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়মুখী করে তোলাটাই সবচেয়ে দুরূহ কাজ ছিল।

কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা ঃ

১। ক্ষুদিরাম বসু ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা এবং তাঁর টিম প্রতিনিয়ত অভিভাবকদের সঙ্গো যোগাযোগ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রথম দিকে কিছু অভিভাবক বিদ্যালয় কমিটির উপর আস্থা রেখে তাদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে শুরু করেন, বিশেষ করে Talent Search Examination-র কোচিং-এ অংশগ্রহণ করার জন্য।

২। করোনাকালেও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার সন্তোষজনক দেখে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা পুরোদমে নবম শ্রেণির বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করতে শুরু করেন, অবশ্যই করোনাকালীন বিধিনিষেধ অবলম্বন করে।

৩। এবার অন্যান্য অভিভাবকেরাও এতে উৎসাহিত হয়ে তাদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে শুরু করেন।

৪। নবম শ্রেণির নিয়মিত পাঠদানের পাশাপাশি বিদ্যালয়ে Talent Search Examination-র জন্য গণিত এবং বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়।

৫। শিক্ষার্থীদের জন্য এই দুটি বিষয়ে সাপ্তাহিক mock testও গ্রহণ করা হয়, যাতে তারা ভালো ফলাফল করতে পারে। এছাড়াও, শিক্ষার্থীদের তাদের সহপাঠীদের মাধ্যম পুন:পরীক্ষা (peer monitoring) করা হয় যাতে তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পড়াশোনার চালিয়ে যেতে পারে।

৬। শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি সম্পর্কে তাদের অভিভাবকদের সঙ্গো ফোনের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখা হয়।

দৃশ্যমান ফলাফল ঃ

১। ক্ষুদিরাম বসু ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের মোট ৮জন শিক্ষার্থী State Mathematical and Science Talent Search Examination-এ কৃতকার্য হয় এবং বিদ্যালয়ের নাম উজ্জ্বল করে।

২। এই সাফল্যে রাজ্যের শিক্ষাদপ্তর খুবই আনন্দিত এবং গর্বিত।

৩। পাশাপাশি, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি এবং অভিভাবকদের মধ্যেও খুশির জোয়ার বইছে।

ক্ষুদিরাম বসু ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা এবং তাঁর টিমের নিরলস পরিশ্রমের কারণেই শিক্ষার্থীরা এ সাফল্য অর্জন করেছে। এটা বর্তমান সময়ে বিদ্যালয়ের টিম গঠন এবং টিম লার্নিং-র এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

চিন্তনমূলক প্রশ্ন ঃ

১। করোনা পরিস্থিতিতে আপনি আপনার বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের সঙ্গো কীভাবে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন?

২। আপনার বিদ্যালয়ের টিম গঠন এবং টিম লার্নিং সম্পর্কিত একটি ঘটনা লিখুন।

কেসস্টাডি-২

বিদ্যালয়ের নাম ঃ হেনরি ডিরোজিও অ্যাকাডেমি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।

হেনরি ডিরোজিও অ্যাকাডেমি আগরতলার একটি ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি আগরতলা শহরে অবস্থিত এবং এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় ১৮০০। শহরের অন্যান্য বনেদি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তুলনায় এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের।

চ্যালেঞ্জ ঃ আমরা জানি যে কোভিড-১৯ অতিমারিকালে আমরা সকলেই গৃহবন্দি হয়ে পড়েছিলাম, বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। যেহেতু বিদ্যালয়ে যাওয়ার অবকাশ ছিল না, শিক্ষার্থীরা ক্রমশই পড়াশোনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল। তখন বিদ্যালয় প্রধানেরা সবচেয়ে বড়ো যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিলেন তা ছিল লকডাউন চলাকালীন শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় পূর্বের মতো আগ্রহী করে তোলা। এমতাবস্থায়, হেনরি ডিরোজিও অ্যাকাডেমির বিদ্যালয় প্রধান শ্রীরঞ্জন দেবনাথ মহাশয় বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য অংশীদারদের সাথে জরুরি আলোচনায় বসেন এবং ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে 'অনলাইন লার্নিং' চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা ঃ

১। অনলাইন পাঠদানের ভাবনাটিকে ফলপ্রসূ করার জন্য প্রথমেই বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে ফোনো কথা বলেন এবং সবার সম্মতি অনুসারে করোনা বিধিনিষেধ মেনে বিদ্যালয়ে বিস্তারিত আলোচনায় বসেন। বিদ্যালয় প্রধান চাইছিলেন যে, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এই অনলাইন লার্নিং-র উদ্দেশ্য ও পরিকাঠামোগত তথ্য সম্পর্কে জানার পাশাপাশি এই পাঠদান পদ্ধতির জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করেন। এই আলোচনার মাধ্যমে তারা কিছুদিনের মধ্যে অনলাইন লার্নিং সম্পর্কিত যাবতীয় নির্দেশিকা ও পরিকল্পনা তৈরি করতে সক্ষম হয়।

২। পরবর্তী চ্যালেঞ্জ ছিল সকল অংশের শিক্ষার্থীদের কাছে এই অনলাইন লার্নিং-র সুবিধে পৌঁছে দেওয়া । তবে এই কাজ খুব সহজ ছিল না, বরং বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। তাঁর কারণ কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী ছিল যারা লকডাউনের সময় নিজেদের গ্রামে ফিরে গিয়েছিল এবং সেখানে ইন্টারনেটের সুবিধা ছিল না। এরূপ অবস্থায় বিদ্যালয় প্রধানের নির্দেশ অনুসারে সকল শিক্ষার্থীদের কাছে পঠন-সামগ্রী যেমন পাঠ-পরিকল্পনা, প্রশ্নমালা ইত্যাদি পৌঁছে দেওয়া হয়।

৩। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার পাশাপাশি তাদের অভিভাবকদের সঙ্গেও ফোন, ভিডিও চ্যাট এবং হোয়াটসঅ্যাপ-র মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হয়, যাতে তারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের অগ্রগতি সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারে। এছাড়াও, অনলাইনে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য Tripura Talent Search Examination এবং National Means Cum Merit Scholarship প্রস্তুতির ব্যবস্থাও করা হয়।

দৃশ্যমান ফলাফল ঃ

১। লকডাউন চলাকালীন অনলাইন পাঠদানের সাফল্যের কারণেই পরবর্তী সময়ে দেখা যায় যে অন্তর্বর্তী মূল্যায়ন বা Interim Assessment-এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা খুব ভালো ফলাফল করেছে।

২। Tripura Talent Search Examination-এ এই বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র ঋতুরাজ চক্রবর্তী খুব ভালো ফলাফল করেছে, এবং National Means Cum Merit Scholarship-এ অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী সোনিয়া দে উত্তীর্ণ হয়েছে।

চিন্তনমূলক প্রশ্ন ঃ

১। লকডাউনের সময় শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় পুনরায় আগ্রহী করে তুলতে আপনি কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন ?

২। অনলাইন পাঠদানের চ্যালেঞ্জগুলো আপনি কীভাবে মোকাবেলা করবেন ?

প্রস্তাবিত পদক্ষেপ :

- অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দুটো Case study র handout বিতরণ করা হবে।
- Case study-র উপর ভিত্তি করে চিন্তনমূলক প্রশ্নগুলো উপস্থাপন করা হবে।
- অংশগ্রহণকারীদেরকে উৎসাহিত করতে হবে যাতে তারা চিন্তনমূলক প্রশ্নাবলিতে নিজেদের চিন্তা প্রতিফলিত করে।
- ৮ থেকে ১০জন অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে দল গঠন করুন।
- অংশগ্রহণকারীদের চিন্তা প্রতিফলিত করার জন্য প্রতিটি দলকে ৫থেকে ৬ মিনিট দেওয়া হবে।

চিন্তনমূলক প্রশ্নাবলি :

- এই Case studyগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী ?
- এই Case study গুলোর মাধ্যমে আপনারা নতুন কী কী শিখেছেন ?
- আপনার সম্পর্কিত ক্ষেত্রগুলোতে কীভাবে এই শিখনগুলোকে ব্যবহার করবেন ?
- কাজটি সম্পন্ন করার জন্য আপনি/বিদ্যালয় প্রধান কীভাবে অন্য অংশীদারদের নিয়োজিত করবেন ?
- এই পরিস্থিতিতে আপনার কাছে কি অন্য কোনো বিকল্প সমাধান আছে ?

সহায়তাপ্রদানকারীর প্রতি উল্লেখ্য :

- প্রতিটি অংশগ্রহণকারীদের সহায়ক দুটো Case study বিতরণ করবেন।
- নতুন চিন্তার বাতাবরণ বিদ্যালয় শিক্ষার মূল কথা— এই ধারণাটি যাতে সব অংশগ্রহণকারীর বুঝতে পারে তার জন্য তিনি মত বিনিময় করবেন।
- অপ্রথাগত ভাবনায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠা।
- অংশগ্রহণকারীদের থেকে সহায়ক চিন্তনমূলক প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে সচেষ্ট থাকবেন।
- সহায়তাপ্রদানকারী পুরো কাজটাকে এবার একত্রিত করে সংক্ষেপে অংশগ্রহণকারীদের কাছে উপস্থাপন করবেন।

মূলবার্তা

❖ যেকোনো পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় প্রধান যদি প্রো-এক্টিভ থাকেন অর্থাৎ সমস্যা তৈরি হবার পূর্বেই সমস্যা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে সচেতন থাকেন এবং সমস্ত অংশীদারদের এ বিষয়ে সচেতন করেন, তবে যেকোনো ধরনের সমস্যার সমাধান সম্ভব।

❖ অংশীদারদের সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে যেকোনো দুর্যোগ, অতিমারি সময়কালীন এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে যে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া ব্যহত হয়, তার মোকাবিলা সম্ভব।

অধিবেশন —৩ ঃ অতিমারি পরিস্থিতিতে এবং তার পরবর্তী সময়কালে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া

কার্যক্রম	সময়	প্রত্যাশিত ফলাফল
অতিমারি এবং তার পরবর্তী সময়কালে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া	৬০ মিনিট	অতিমারি পরিস্থিতিতে বিদ্যালয়ের চ্যালেঞ্জসমূহের সমাধান।

কাজ-৩ : অতিমারি পরিস্থিতিতে এবং তার পরবর্তী সময়কালে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া

কীভাবে এই কাজ পরিচালনা করতে হবে ?

পদ্ধতি : PPT উপস্থাপনের মাধ্যমে।

PPT No-1
(Look below the modules)

প্রস্তাবিত পদক্ষেপ :

- অধিবেশনের সূচনা করুন এবং PPT উপস্থাপন করে আজকের কাজটি সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা দিন।
- PPT -টির উদ্দেশ্য হল অতিমারি সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করা এবং রাজ্যের প্রেক্ষিত চ্যালেঞ্জসমূহের নির্দেশ করা।
- দেশব্যাপী এই পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় কাজকর্ম কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে, তার সম্পর্কে ধারণা প্রদান।
- জাতীয়স্তরে বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলোর উল্লেখকরণ।

সহায়তাপ্রদানকারীর প্রতি উল্লেখ্য :

- সহায়তাপ্রদানকারী PPT উপস্থাপনে উল্লেখিত ধারণাগুলো বিস্তারিত আলোচনা করবেন।
- অতিমারি সংক্রান্ত সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং বিদ্যালয়ের কাজকর্ম পরিচালনায় করণীয় দিকগুলো সম্পর্কে সচেতন করবেন।
- অংশগ্রহণকারীরা যাতে PPT-তে উত্থাপিত দিক্‌গুলো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারেন, সেই ব্যাপারে যত্নবান থাকবেন।

মূলবার্তা

- অতিমারিতে বিদ্যালয় প্রেক্ষিতে নিজস্ব ভূমিকা থাকে।
- প্রত্যেকের অংশীদারিত্বের মাধ্যমেই সমাধানের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব।

অধিবেশন —৪ ঃ রাজ্যের প্রেক্ষিতে চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপ

কার্যক্রম	সময়	প্রত্যাশিত ফলাফল
রাজ্যের প্রেক্ষিতে চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপ	৯০ মিনিট	অংশগ্রহণকারীরা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে অবগত হবেন।

কাজ-৪ : রাজ্যের প্রেক্ষিতে চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপ

কীভাবে এই কাজ পরিচালনা করতে হবে ?

পদ্ধতি : দলগত বিস্তৃত আলোচনা।

প্রস্তাবিত পদক্ষেপ :

- সকল অংশগ্রহণকারীদের তাদের বিদ্যালয় পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করতে বলা হবে।
- অংশগ্রহণকারীরা তাদের ভূমিকা সম্পর্কে বলবেন এবং এরই মধ্যে থেকে নেওয়া কিছু কৌশলগুলো Blackboard-এ লিখবেন।
- অংশগ্রহণকারীদের আরো কিছু নতুন ভাবনা যোগ করতে উৎসাহিত করুন।
- বিদ্যালয়ে গৃহীত পদক্ষেপ বা কৌশলগুলোর প্রভাব সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের পুনরায় আলোকপাত করতে বলুন।
- বিস্তৃত আলোচনা করুন।

সহায়তাপ্রদানকারীর প্রতি উল্লেখ্য :

- সহায়তাপ্রদানকারী অংশগ্রহণকারী দ্বারা উল্লিখিত পদক্ষেপগুলোকে তালিকাভুক্ত করবেন।
- সহায়তাপ্রদানকারী নিজের মতামত দেবেন এবং কিছু নতুন কৌশল দেওয়ার চেষ্টা করবেন।
- অংশগ্রহণকারীরা বিদ্যালয়ে ফিরে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন তার সম্পর্কেও সহায়তাপ্রদানকারী বিস্তৃত আলোচনা করবেন।

মূলবার্তা

❖ অতিমারিকালে সঠিক নেতৃত্বদান এবং সকল অংশীদারদের সহায়তায় কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যেতে পারে।

বিষয়বস্তু

শিক্ষার্থীদের শিখন ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে বিদ্যালয়কে নেতৃত্ব প্রদান

শিক্ষার্থীদের শিখন ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে বিদ্যালয়কে নেতৃত্ব প্রদান

ভূমিকা ঃ

বর্তমান সময়ে শিক্ষা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'শিখন ফলাফল' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। শিখন ফলাফল ও পাঠ্যক্রমের প্রত্যাশা নিবিড়ভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। সাধারণত, শিখন ফলাফল হল সেই বর্ণনা যা তৈরি করা হয় পাঠ্যক্রমের প্রত্যাশার উপরে ভিত্তি করে। শিখন ফলাফলগুলো হল এই ধরনের বিবৃতি বা বক্তব্য যাতে বর্ণিত থাকে শিক্ষার্থীরা তাদের course এর শেষে এমন কী অর্জন করবে যা গুণগত পরিমাপযোগ্য। এই শিখন ফলাফলগুলো শিক্ষকদের তাদের শিক্ষণ-শিখন প্রণালীকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। শিখন ফলাফল পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করে দেয় যে শিক্ষার্থীরা একটি course এর শেষে কী জানতে পারে ও করতে সক্ষম হয়। প্রত্যেক প্রধান শিক্ষকের কর্তব্য বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার পরিচালনায় এমনভাবে নেতৃত্বদান করা যাতে পূর্ব নির্দিষ্ট শিখন ফলাফলগুলো ছাত্রছাত্রীরা course এর শেষে অর্জন করতে পারে।

PPT No.-2
(Look below the modules)

একক -১.১ ঃ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাষা শিক্ষণ-শিখন সম্পর্কে

আমাদের শিশুরা বিদ্যালয়ে আসে তাদের মাতৃভাষাকে সঙ্গে নিয়ে। তাদের বয়স এবং তাদের বোধশক্তির স্তর মোতাবেক তারা ভাষাকে ভালোভাবে বুঝতে পারে এবং অন্য যেকোনো ব্যক্তির সঙ্গে এই ভাষায় বাক্যালাপও চালাতে পারে। বিদ্যালয়ের ভিতরে প্রধান শিক্ষক হিসাবে ভাষা-শিক্ষকদের এই বিষয় সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তুলতে হবে যে প্রতিটি শিশুর অভ্যন্তরে ভাষা সম্পর্কিত যে সচেতনতা রয়েছে তাকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের যোগ্য হয়ে উঠতে হবে এবং সেটা শুধু মাতৃভাষার ক্ষেত্রে নয়, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাষার ক্ষেত্রেও। শিশুরা যে ভাষা নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসবে সেখান থেকে তাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, দ্বিতীয় ভাষা যেমন ইংরেজি সেই ভাষার সঙ্গেও তাদের পরিচিত হতে হবে।

আমরা জানি মাতৃভাষা/প্রথম ভাষা/ গৃহের ভাষা শিশুরা খুব অল্প সচেতন প্রচেষ্টার দ্বারা শিখে নিতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় বা বিদেশী ভাষা শিখণ/শিক্ষনের ক্ষেত্রে এটা কষ্টসাধ্য। কারণ শিশুদের পরিবেশের থেকে এই ভাষা শেখার সুযোগ তৈরি হয় না। সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ সংযোগ এবং ভাষার সঙ্গে যোগসূত্রের মাধ্যমে শিশুরা শিখতে পারে। এই ক্ষেত্রে আমরা ইংরেজি শিক্ষা নিয়ে ভাবতে পারি।

ত্রিপুরার বেশিরভাগ বিদ্যালয়গুলো হয় বাংলা নয়তো ককবরক মাধ্যমের। ফলত দ্বিতীয় ভাষা অথবা তৃতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজি শিক্ষণ-শিখনের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রক্রিয়া গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এইক্ষেত্রে একটি বিদ্যালয়ের উদাহরণ আমরা নিতে পারি।

তুলামুড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়, উদয়পুর, গোমতী জেলা—

বিদ্যালয়টি একটি প্রত্যন্ত মিশ্রবসতিপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত। সেখানকার লোকেরা বাংলা, ককবরক, চাকমা ইত্যাদি ভাষায় কথা বলে। তাই এই অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা এই সমস্ত ভাষাগুলোকে মাতৃভাষা হিসাবে অবলম্বন করে বিদ্যালয়ে আসে। বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি রীণা দাস ইংরেজি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগে একটি বৈঠক করেন এবং তাদের প্রত্যেককেই ইংরেজি শেখানোর জন্য ভালো করে ইংরেজি গ্রামার পড়ানোর পরামর্শ দেন। তদ্‌অনুযায়ী শিক্ষক শিক্ষিকারা গ্রামার শিক্ষণের উপর জোর দেন। প্রথম ইউনিট টেস্টের ফলাফলে দেখা যায়, ছাত্রছাত্রীরা ইংরেজিতে খুব খারাপ ফলাফল করে।

কার্যকলাপ—১

চিন্তনমূলক প্রশ্ন ঃ সময়— ১ ঘণ্টা, বড়ো প্লেনারি অধিবেশন

সহায়তাপ্রদানকারীর কর্তব্য :

সহায়তাপ্রদানকারী বড়ো প্লেনারি অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করে দেবেন এবং উক্ত বিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিখন ফলাফলের ব্যর্থতার কারণগুলো গ্রুপভিত্তিকভাবে নির্দিষ্ট করতে বলবেন এবং প্রত্যেক গ্রুপের প্রতিনিধি সেই গ্রুপের মতামত অন্যদের সাথে শেয়ার করবেন এবং উত্তরণের পথগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন।

আলোচনার শেষে নিম্নোক্ত PPT পরিবেশন করা হবে এবং সহায়তাপ্রদানকারী এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করবেন।

PPT No.-3
(Look below the modules)

কার্যকলাপ - ২

প্রধান শিক্ষকরা Role Play-এর মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে Micro-Teaching দেবেন এবং অন্য প্রধান শিক্ষকরা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে Feedback দেবেন।

শিখন ফলাফল অর্জনে শিক্ষণ পদ্ধতি প্রক্রিয়া

একক ২.১ —

সহায়তাপ্রদানকারীর কাজ : সহায়তাপ্রদানকারী নিম্নোক্ত কেস স্টাডির হ্যাণ্ডআউট প্রতিটি প্রশিক্ষণরত প্রধান শিক্ষকদের মধ্যে বিতরণ করবেন। গ্রুপ বিন্যাসের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয় প্রধানরা কেস স্টাডিটি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবেন এবং গ্রুপ হিসাবে নিজেদের মতামত চার্টশিটে লিপিবদ্ধ করবেন। প্রতি গ্রুপ থেকে একজন করে প্রতিনিধি তাদের মতামতসমূহ জানাবেন।

প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ঃ চার্টশিট, স্কেচ্‌পেন, হোয়াইট বোর্ড, ক্লিপ।

কেস্ স্টাডি হ্যান্ডআউট ঃ সাব্রুম দ্বাদশ শ্রেণি বালিকা বিদ্যালয়টি সাব্রুম শহরের বাজার সংলগ্ন ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থিত। এই বিদ্যালয়ের গুণগত মান ভালো কিন্তু বিদ্যালয়ে জয়েন করার পর প্রধান শিক্ষক শ্রী রাজীব বিশ্বাস প্রথম দিকে বিদ্যালয়ের পাশের হার বাড়ানোর প্রতি নজর দেন। পরবর্তীতে ২০১৯ইং সালে বিদ্যালয়ের পাশের হার তুলনামূলকভাবে অনেকটা বৃদ্ধি পেলে প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গুণগত মান বৃদ্ধি করার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। সীমান্ত অবস্থিত এই বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপক প্রসারকে তিনি সবচেয়ে গুরুত্ব প্রদান করেন এবং নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ প্রচলন করেন।

১।　শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ।

২। শিক্ষণ পদ্ধতির সঙ্গে শিখন ফলাফলের যোগসূত্র স্থাপন।

৩। শ্রেণিকক্ষগুলোর ভেতরে ছাত্রী এবং শিক্ষকদের মধ্যে আলাপ আলোচনামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৪। হাতে কলমে প্রতিটি বিজ্ঞান শ্রেণিকক্ষে ছাত্রীদের বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকদের উৎসাহ দান ও সহায়তা করা।

৫। বিজ্ঞানভিত্তিক প্রোজেক্ট ওয়ার্কে ছাত্রছাত্রীদের সংযুক্ত করা।

৬। বিজ্ঞান প্রশনীর আয়োজন করা এবং তাতে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সব ছাত্রীদের যুক্ত করা এবং এই মেলায় অভিভাবক এবং এলাকাবাসীকে সংযুক্ত করা।

৭। 'সাইন্স কর্ণার' নামে একটি ছাত্রীদের লেখা দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করা এবং এতে ছাত্রীদের লিখতে উৎসাহিত করা ও বিজ্ঞান ভিত্তিক চেতনা সঞ্চার করা।

২০১৯ সালের ষান্মাসিক পরীক্ষায় দেখা যায় ছাত্রীদের বিজ্ঞান বিষয়ে ফলাফল উল্লেখযোগ্যভাবে ভালো হিসাবে বেরিয়ে আসে। এই অভিমুখকে ধরে রাখার জন্য তিনি প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছেন।

সহায়তাপ্রদানকারীর নির্দেশনা ঃ

১। প্রতি গ্রুপ প্রধান শিক্ষকের দ্বারা গৃহীত ভালো কাজগুলোকে চিহ্নিত করবেন।

২। এই কাজগুলো আপনার বিদ্যালয়ে চালাতে গেলে কী ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি হতে পারে বলে আপনার মনে হয় এবং তা দূর করতে আপনি কী পরিকল্পনা নেবেন?

৩। শেষ লাইনে উল্লিখিত অভিমুখকে ধরে রাখার জন্য প্রধান শিক্ষক কী কী পদক্ষেপ অবলম্বন করতে পারেন?

গ্রুপগুলোর দ্বারা উপস্থাপনা ও এর উপর আলোচনা — সময় ৪০ মিনিট।

বিষয়বস্তু

টিম গঠনের মজা

টিম গঠন সম্বন্ধীয় তিনটে মজাদার কাজ

প্রত্যাশিত ফলাফল

মূল ক্ষেত্র : টিম গঠন এবং নেতৃত্বদান

সেশন	নাম	সময়
১	টিম গঠনের মজা	১৫ মিনিট
২	টিম গঠন সম্বন্ধীয় তিনটি মজাদার কাজ	৬০ মিনিট
৩	প্রত্যাশিত ফলাফল	১৫ মিনিট

সেশন ১ - টিম গঠনের মজা (১৫মিনিট)

আমরা জানি যে আমাদের বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষগুলো বৈচিত্র্যে ভরপুর। সেখানে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থী রয়েছে। ঠিক তেমনি, বিদ্যালয়ের স্টাফরুমে বা অফিসরুমে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারী রয়েছেন, যাদের মধ্যে মতের মিল নাও থাকতে পারে, বা যারা একসাথে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ নাও করতে পারে। এই সকলকে নিয়ে টিম গঠনের কাজটি যে অত্যন্ত কঠিন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই কাজটি গুরুগম্ভীর হয়ে করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। যিনি টিমের নেতৃত্বে থাকবেন, তাঁকে যে খুব রাশভারী বা কঠোর হতে হবে, এধারণাও সঠিক নয়। বাস্তবে, এই কাজ মজার ছলেও করা যায়। তাই আমরা এপর্যায়ে এমন কিছু মজার ক্রিয়াকলাপ করব যাতে টিম গঠনের কাজটা করতে আনন্দ বোধ হয়।

কীভাবে কাজটি করবেন ?

১। সহায়তাপ্রদানকারী (Facilitator) অংশগ্রহণকারীদের একটি Fun Team Building-র PPT দেখাবেন।

PPT No.-4
(Look below the modules)

২। সহায়তাপ্রদানকারী (Facilitator) অংশগ্রহণকারীদের কিছু চিন্তনমূলক প্রশ্ন করবেন। উত্তরগুলো তিনি বোর্ডে লিখে রাখবেন।

চিন্তনমূলক প্রশ্নাবলি :

- আপনার বিদ্যালয়ে আপনি কি এধরনের কোনো মজাদার টিম গঠনের কাজ করেছেন?
- যদি করে থাকেন, সেখানে কী কী ক্রিয়াকলাপ করা হয়েছিল এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?
- কাজটি করতে গিয়ে কি আপনি কোনো প্রকার বাধার সম্মুখীন হয়েছেন?

সহায়তাপ্রদানকারী (Facilitator)-র প্রতি :

- এই সেশনটির মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মজাদার ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে টিম গঠনের কাজটি সম্পাদন করা। সহায়তাপ্রদানকারী প্রথমেই Fun Team Building সম্পর্কিত একটি PPT অংশগ্রহণকারীদের দেখাবেন যাতে বিষয়টি তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

- তিনি অংশগ্রহণকারীদের Fun Team Building সম্পর্কিত কিছু চিন্তনমূলক প্রশ্ন করবেন এবং উত্তরগুলো বোর্ডে লিখে রাখতে পারেন।

মূলবার্তা:

- ❖ টিম গঠনের কাজটি মজার ছলেও করা যায়।
- ❖ মজাদার ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে টিম গঠনের কাজটি করলে সবাই কাজটি উপভোগ করবে।

সেশন ২- টিম গঠন সম্বন্ধীয় তিনটে মজাদার কাজ (৬০ মিনিট)

এর আগের পর্বে আমরা টিম গঠনের কিছু মজাদার দিক সম্পর্কে জেনেছি। এবার আমরা প্রকৃতপক্ষে সেসব কাজে অংশগ্রহণ করব এবং টিম গঠন সম্পর্কে অনেক কিছু শিখব।

খেলা ১ - যেমন খুশি আঁকব 'না'

প্রয়োজনীয় সামগ্রী : চার্ট পেপার, কলম, কিছু নাম লেখা চিরকুট

খেলাটি কীভাবে হবে ?

১। উপস্থিত সদস্যরা দুজন করে একটি 'টিম' গঠন করবেন, অর্থাৎ যদি ৮ জন থাকে, তাহলে চারটে টিম, চারজন থাকলে দুটি টিম। এবার সহায়তাপ্রদানকারী প্রত্যেক টিমের একজন সদস্যকে একটি চিরকুট ধরিয়ে দেবেন। তাতে একটি বস্তুর নাম লেখা থাকবে, যেমন 'বই', 'টম্যাটো', 'দুধ' ইত্যাদি। এবার ওই সদস্য তাঁর সঙ্গীকে বস্তুটির ছবি আঁকতে বলবেন, কিন্তু শর্ত হচ্ছে তিনি ওই বস্তুর নাম উল্লেখ করতে পারবেন না, কেবলমাত্র কিছু সংকেত দেবেন। যেমন—

'দুধ' কথাটি উচ্চারণ না করে সঙ্গীকে বলতে হবে

- সাদা রঙের একটি পানীয়
- শিশুরা খায়

'বই' শব্দটি না বলে বলতে হবে

- অনেকগুলো পৃষ্ঠা রয়েছে
- কালো কালি দিয়ে লেখা

'টম্যাটো' না বলে বলতে হবে

- একটি ছোটো গোল সব্জি
- লাল বা হাল্কা সবুজ হয়
- কাঁচা খাওয়া যায়

দেখতে হবে ওই টিমের অপর সদস্যটি কথাগুলো বুঝে সঠিক ছবি আঁকতে পারেন কিনা। এটা একটা খুব মজাদার খেলা যাতে টিমের সদস্যরা একে অপরকে বুঝতে সক্ষম হবে।

খেলা ২- রোল কল

দ্রুত দল গঠনের জন্য এটি একটি দুর্দান্ত খেলা।

কীভাবে খেলাটি হবে?

- সহায়তাপ্রদানকারী সকল অংশগ্রহণকারীদের উঠে দাঁড়াতে বলবেন। তাদের হলঘরের একপাশে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে।
- তারপর সহায়তাপ্রদানকারী বলবেন, "আপনারা ইংরেজি বর্ণমালা অনুযায়ী সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ুন। অর্থাৎ যাদের নাম 'A' দিয়ে তারা প্রথম সারিতে দাঁড়াবেন, 'B' দিয়ে যাদের নাম তারা দ্বিতীয় সারিতে, এভাবে বাকিরা নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী দাঁড়িয়ে পড়বেন।"
- ঠিক তার পরের মুহূর্তেই সহায়তাপ্রদানকারী ঘোষণা করবেন, "এই কাজটি করার জন্য আপনাদের হাতে মাত্র দু'মিনিট সময় আছে।"

খেলা ৩ - গল্প বলো

এই মজাদার খেলাটির মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের সৃজনশীলতা বোধ বিচার করা যাবে।

- সহায়তাপ্রদানকারী প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করবেন। প্রত্যেক দলে পাঁচজন সদস্য থাকবে।
- এবার সহায়তাপ্রদানকারী একটি গল্প বলতে শুরু করবেন, 'গতকাল আমি রাস্তায় একজন বয়স্ক লোককে দেখতে পেলাম।'
- এবার প্রথম দলের সদস্যরা একে একে নিজেদের মতো করে এই গল্পটিকে বড়ো করবেন। তারা তাদের কল্পনাশক্তির সাহায্যে গল্পটিকে একটি রূপ দেবেন।
- তারপর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম দলটি তাদের মতো করে গল্পটিকে আকার দেবে।
- পরিশেষে সহায়তাপ্রদানকারী বলবেন যে কোন্ গল্পটি তাঁর সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে এবং কেন।

চিন্তনমূলক প্রশ্ন :

১। এই খেলাগুলোর মাধ্যমে আপনি টিম গঠন সম্পর্কে কী শিখলেন?

২। কাজটি করার সময় আপনার টিমের সদস্যদের কাছ থেকে কী ধরনের সহযোগিতা লাভ করেছেন বা বাধার সম্মুখীন হয়েছেন?

সহায়তাপ্রদানকারীর প্রতি :

- সহায়তাপ্রদানকারী অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে টিম গঠন সম্পর্কে বোঝাবেন।
- সহায়তাপ্রদানকারীকে স্পষ্ট এবং সহজ, সরল ভাষায় খেলার নিয়মগুলো বোঝাতে হবে যাতে কারো মনে কোনো বিভ্রান্তি না থাকে।
- খেলা শেষ হওয়ার পর সহায়তাপ্রদানকারী কিছু চিন্তনমূলক প্রশ্ন করবেন।

মূলবার্তা :

❖ টিম গঠনের বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে 'টিম স্পিরিট'র ভাবনা তৈরি হয়।

❖ এর মাধ্যমে তারা বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়।

সেশন ৩- প্রত্যাশিত ফলাফল (১৫ মিনিট)

সহায়তাপ্রদানকারী এবার অংশগ্রহণকারীদের কাছে এই খেলাগুলোর মাধ্যমে শেখার নিম্নলিখিত উপকারিতাগুলো তুলে ধরবেন

১। টিমের সদস্যরা একে অপরকে আরও ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হবে।

২। তারা তাদের ক্ষমতাসমূহ এবং দুর্বলতাসমূহ সম্পর্কে অবগত হবে।

৩। টিম গঠনের চ্যালেঞ্জগুলো তারা হাতে-কলমে অনুধাবন করতে পারবে।

৪। খেলার মাধ্যমে শেখার ইতিবাচক দিক হল এই যে তারা গতানুগতিকের বাইরে গিয়ে ভাবার সুযোগ পাবে এবং তাতে উদ্ভাবনী ভাবনার বিকাশ ঘটবে।

PPT NO. 1

- অতিমারি হল এমন এক মহামারী বা সংক্রামক রোগ যা একটি বড়ো অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।
- এটি আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বব্যাপী মানুষকে প্রভাবিত করে।
- এটি অবশ্যই সংক্রামক যার কারণে সারা পৃথিবী জুড়ে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটে।

SL-1

উদাহরণ :—

- বিউবনিক প্লেগ
- কলেরা
- স্প্যানিশ ফ্লু

SL-2

- সাধারণত অতিমারি পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় বন্ধ থাকে।
- গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত হয়।
- ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় মনোযোগ বজায় রাখার জন্য বিশেষভাবে ভাবতে হয়।
- ছাত্রছাত্রীদের মানসিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশে প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

SL-3

অতিমারিতে বিদ্যালয় প্রেক্ষিতে কিছু চ্যালেঞ্জসমূহ

- অনলাইন ক্লাশ পরিচালনা করার সময় বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলে।
- নেটওয়ার্ক-এর সমস্যা।
- ক্যাবল টিভি পৌঁছায়নি এমন বহু এলাকাও রয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে।

SL-4

- সাংস্কৃতিক চর্চা ও কর্মকাণ্ডের সুযোগের অভাব।
- Peer learning (সহপাঠীদের থেকে শিখন) থেকেও বঞ্চিত।
- দলগত শিখন থেকেও বঞ্চিত।
- ক্লাশ যান্ত্রিক হওয়ার কারণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে মুখোমুখি শিক্ষাদানের মত বন্ধন তৈরি হয় না।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষণ্ণতাবোধের বৃদ্ধি।

SL-5

- শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ বজায় রাখা।
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী (সাধনা, প্রেরণা) - তাদের জন্য Online ক্লাশে বিষয়বস্তু বুঝতে পারা কষ্টকর।
- প্রযুক্তিগতভাবে সক্ষম নয় এমন শিক্ষক-শিক্ষিকারাও রয়েছে।
- Mid-Day-Meal - এর সামগ্রী বিতরণ।
- পাঠদানের সময় শিক্ষণ-শিখন সামগ্রী ব্যবহার।

SL-6

অতিমারি পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় প্রধানরা কীভাবে বিদ্যালয়পরিচালনা করেন

- কোভিড বিধি মেনে বিদ্যালয় প্রধান বিভিন্ন অংশীদারদের সাথে মিটিং করেন।
- এলাকার শিক্ষা অনুরাগী এবং শিক্ষিত এলাকাবাসীদের সাহায্যে শিখন পরিবেশ বজায় রাখা।

SL-7

- বিদ্যালয় প্রধানরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন।
- কোভিড বিধি মেনে Mid-Day-Meal এর সামগ্রী বিদ্যালয়ে অভিভাবকদের মধ্যে বিতরণ।
- প্রয়োজনে Mid-Day-Meal এর সামগ্রী ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।
- বিভিন্ন নিয়মিত কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যুক্ত করা হয়েছে।

SL-8

- নিয়মিত ফোন করে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখেছেন।
- দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা।
- Online ক্লাশের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করা।
- প্রযুক্তিগতভাবে পটু নয় এমন শিক্ষকরা নতুনভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার শিখেছেন।

SL-9

জাতীয়স্তরে ও রাজ্যস্তরে বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলো

- E-Pathshala
- Diksha
- PRAGYATA Guidelines on Digital Education
- MANODARPAN for Psychosocial support
- Pragyata Guidelines on Digital Education
- একটু খেলো, একটু পড়ো
- Vande Tripura
- Cable TV-তে ক্লাশ

SL-10

PPT NO. 2

শিখন ফলাফল

কোথায় যাচ্ছ যদি না জানো তবে তুমি সম্ভবত: শেষ পর্যন্ত অন্য কোথাও গিয়ে পৌঁছবে। (ক্যাম্পবেল ১৯৮৪)

SL-1

শিখন ফলাফল কী ?

- সরল ভাষায় বলা যায় 'ফলাফল' হলো একটি প্রক্রিয়ার শেষে যা পাওয়া যায়।
- একটি শিখন ফলাফল হলো — একটি শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার শেষে প্রাপ্ত ফল।
- আকাঙ্ক্ষিত শিখন ফলাফল হলো এইরকম একটি বিবৃতি যাতে পূর্ব থেকে বলা হয় শিখনের শেষে শিক্ষার্থী কী শিখবে।

SL-2

মডেল

শিখন প্রাপ্তির কাঙ্ক্ষিত বর্ণনা → এর উপযুক্ত প্রক্রিয়া ও রিসোর্স → মূল্যায়ন (সাফল্যের)

↓

প্রধান শিক্ষকের কাজ ঃ পর্যবেক্ষণ ও ফিডব্যাক

SL-3

লক্ষ্য ও ফলাফলের পার্থক্য

- লক্ষ্য হলো সেই বিবৃতি যাতে শিক্ষক তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন।
- শিখন ফলাফল হলো সেই বিবৃতি যা লেখা হয় শিক্ষার্থীদের সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে।

SL-4

যে জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে

- শিক্ষার্থীরা কারা ?
- আমার লক্ষ্য কী ?
- কী ফলাফল শিক্ষার্থীরা অর্জন করবে বলে আমি আশা করছি ?
- কীভাবে এর মূল্যায়ন করবো ?
- বিষয়বস্তুর কোন্ বিশেষ অংশটিকে শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শেখার বিষয় বলে আমি ভাবছি ?
- কী শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি আমি প্রয়োগ করতে পারি ?

SL-5

লক্ষ্য ও শিখন ফলাফল বিষয়ে লেখার পার্থক্য

লক্ষ্য	*ফলাফল*
• জানবে	• পার্থক্য করতে পারবে
• বুঝবে	• পছন্দ করতে পারবে
• প্রশংসা করতে পারবে	• জোড়া লাগাতে পারবে
• ধারণা হবে	• চিহ্নিত করতে পারবে
• পরিচিত হবে	• সমাধান করতে পারবে
	• বলতে পারবে
	• বিশ্লেষণ করতে পারবে
	• সংশ্লেষণ করতে পারবে

SL-6

যদি শিক্ষার্থীদের কাঙ্খিত শিখন ফলাফল একটি যৌক্তিক ও কার্যকর পদ্ধতির মাধ্যমে অর্জন করতে হয়, তাহলে শিক্ষকের বুনিয়াদী কাজ হলো শিক্ষার্থীদের এই রকম শিখন কার্যকলাপে যুক্ত করা যাতে তারা সেই কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনের ক্ষেত্রে সাফল্য পায়।

(Sehuell, 1986)

SL-7

PPT NO. 3

ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে শিখন ফলাফল অর্জনের কিছু পদ্ধতি

SL-1

১। শিক্ষক প্রথমে পাঠ্য বইয়ের যে পাঠটি পড়ানো হবে তাকে পূর্ব থেকে রেকর্ডিং করে বারে বারে audio টি শোনাতে পারেন।

২। শিক্ষার্থীরা বইয়ের মধ্যে দেওয়া QR Codeটি Scan করে ওই পাঠটির বিষয় সম্পর্কে অবগত হতে পারে।

SL-2

১। শিক্ষক একটি আদর্শ পাঠ পড়ে শোনাবেন। এক্ষেত্রে উচ্চারণ সঠিক রাখতে হবে।

২। শ্রেণিকক্ষকে কয়েকটি দলে ভাগ করা যেতে পারে। শিক্ষক ছাত্রদের সহায়তা করবেন নিজেদের মধ্যে বিষয়বস্তুকে বোঝার জন্য।

SL-3

১। শিক্ষক শিশুদের পড়তে এবং শিশুদের শব্দের অর্থ এবং উচ্চারণ জানতে চাইতে উৎসাহিত করবেন। পড়ার সময় ছেদ্ এবং যতি চিহ্ন ব্যবহার করতে পারে তার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন।

SL-4

১। শিক্ষকরা অভিধান ব্যবহার করে শব্দার্থ বোঝার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন।

২। প্রতিটি অনুচ্ছেদের পাঠের পর শিক্ষক বিভিন্ন প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের যাচাই করবেন যে বিষয়টি তাদের বোধগম্য হয়েছে কিনা।

SL-5

পড়ার পরে বিষয়বস্তুর বোধগম্যতার শিক্ষা

SL-6

১। দলগতভাবে বা জোড়ায় জোড়ায় ভাগ করা শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয়বস্তু থেকে প্রশ্ন তৈরি করবে। প্রথমে মৌখিকভাবে পরবর্তীকালে ব্যক্তিগতভাবে প্রশ্ন তৈরি করবে। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগতভাবে লিখতেও বলা যেতে পারে।

২। শিক্ষক পাঠ্য বিষয়বস্তুর বাইরেও সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রশ্ন করতে পারেন।

ভাষার শব্দভাণ্ডার নিয়ে কাজ করা

SL-7

১। শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয়বস্তু থেকে সক্রিয়তা ভিত্তিক পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শিখন এবং শব্দভাণ্ডার থেকে শব্দ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে সমর্থ হবে।

২। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের e-Pathshala হতে গল্প শুনে কিছু প্রশ্নের উত্তর করতে বলবেন কিংবা নিম্নলিখিত কাজে উৎসাহিত করতে পারেন।

- গল্পটাকে পুনরায় সংক্ষিপ্ত আকারে বলতে বলা হতে পারে কিংবা ওই গল্পের সারসংক্ষেপ বলতে বলা হতে পারে।
- এই গল্পটাকে অন্য কোনো ভাষায় অথবা মাতৃভাষায় বলতে বলা যেতে পারে।

সুন্দরভাবে বলা ও লেখার ধারণা তৈরি

SL-8

১। সম্যক ধারণাগুলোকে একত্রিত করে শিক্ষার্থীরা তিন-চার জনের দল হিসাবে সক্রিয়তার মাধ্যমে কী করে সুন্দর করে বলা যায় তা দেখাতে পারে।

২। শিক্ষার্থীরা তাদের গৃহকাজ সম্পর্কে তাদের অনুভূতির কথা বলতে পারে।

৩। একইভাবে শিক্ষার্থীরা তাদের গৃহকাজ সম্পর্কে তাদের অনুভূতির কথা লিখতেও পারে।

৪। শিক্ষক এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কী করে বিভিন্ন ধারণাগুলোকে একত্রিত করা এবং সেগুলোকে লিপিবদ্ধ করা এবং প্রথম খসড়া তৈরি করা এবং তাকে সম্পাদনা করে অন্তিম রূপদানে সাহায্য করার ক্ষেত্রে তাদের পথ প্রদর্শক হিসাবে সাহায্য করতে পারেন।

PPT NO. 4

✦ Team ঃ 'টিম' শব্দের অর্থ কী?
✦ টিম-ওয়ার্ক ও টিম গঠন কাকে বলে?
✦ খেলার মাঠে, সিনেমার সেটে, বাড়ির কাজকর্মে-সব জায়গায় টিম ওয়ার্ক দেখতে পাওয়া যায়।
✦ টিম-ওয়ার্ক বা টিম গঠন-র ধারণা শুধুমাত্র বেসরকারি বা কর্পোরেট সেক্টরে প্রযোজ্য নয়। আমাদের (সরকারি) বিদ্যালয়গুলোতে টিম-ওয়ার্কের প্রচুর উদাহরণ রয়েছে — বিদ্যালয়ের প্রার্থনা সংগীত থেকে শুরু করে বিদ্যালয়ের রুটিন তৈরি করা, শিক্ষার্থীর পরীক্ষা গ্রহণ, মিড-ডে-মিল ইত্যাদি।

SL-1

টিম গঠন হল এমন একটি সহযোগিতামূলক কাজ যাতে কিছু সাধারণ কর্মী একজোট হয়ে অসাধারণ সাফল্য প্রাপ্ত করেন। একটি দক্ষ টিম গঠনের কয়েকটি উপাদান হল ঃ

ক) সঠিক সদস্য নির্বাচন —
✦ টিম লিডার / প্রধান নেতৃত্বপ্রদানকারী
✦ অ্যাসিস্টেন্ট টিম লিডার / সহকারি প্রধান নেতৃত্বপ্রদানকারী
✦ কো-অর্ডিনেটর/সহকারী
✦ মেম্বার/সদস্য

খ) অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া —
✦ টিমের সকল সদস্যদের টিমের ভিশন ও লক্ষ্যের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে, তবেই সাফল্য আসবে।

গ) সুষ্ঠু যোগাযোগ স্থাপন —
✦ সদস্যরা দ্বিধাহীনভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারবে, গঠনমূলক সমালোচনা এবং নিজেদের ভুল-ত্রুটি শুধরে নেবার সুযোগ দিতে হবে।

ঘ) টিমের শক্তিসমূহ ও দুর্বলতাসমূহ সম্পর্কে অবগত থাকা।

ঙ) পারস্পরিক সহযোগিতা ও Conflict Management.

SL-2

টিম গঠনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ/সমস্যা

✦ নেতৃত্বদানের প্রয়োজনীয় গুণাবলির অভাব
✦ টিমের সদস্যদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অভাব
✦ সুষ্ঠু আলোচনা / মত বিনিময়ের অভাব
✦ নিজেদের শক্তিসমূহ ও দুর্বলতাসমূহ সম্পর্কে সচেতন না হওয়া
✦ ভিশন ও লক্ষ্য সম্পর্কে বিভ্রান্তি

SL-3

কোভিড-১৯ অতিমারিকালে টিম-ওয়ার্কের একটি সাম্প্রতিকতম উজ্জ্বল নজির সৃষ্টি করেছেন ত্রিপুরার একজন বিদ্যালয় প্রধান ও তাঁর টিম

❖ ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা ক্ষুদিরাম বসু ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে করোনার সমস্ত বিধিনিষেধ মেনে সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে নবম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের State Mathematical and Science Talent Search Examination পরীক্ষার প্রস্তুতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

❖ প্রধান শিক্ষিকা এবং তাঁর টিম প্রতিনিয়ত অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রথম দিকে কিছু অভিভাবক বিদ্যালয় কমিটির উপর আস্থা রেখে তাদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে শুরু করেন, বিশেষ করে Talent Search Examination-র কোচিং-এ অংশগ্রহণ করার জন্য।

❖ বিদ্যালয়ের তরফ থেকে Talent Search Examination-র জন্য গণিত এবং বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়।

❖ শিক্ষার্থীদের জন্য এই দুটি বিষয়ে সাপ্তাহিক mock test ও গ্রহণ করা হয়, যাতে তারা ভালো ফলাফল করতে পারে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের তাদের সহপাঠীদের পুনঃপরীক্ষা (peer-monitoring) করা হয় যাতে তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি সম্পর্কে তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে ফোনের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখা হয়।

❖ ক্ষুদিরাম বসু ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের মোট ৮জন শিক্ষার্থী State Mathematical and Science Talent Search Examination-এ কৃতকার্য হয় এবং বিদ্যালয়ের নাম উজ্জ্বল করে।

এর সমস্ত কৃতিত্ব অবশ্যই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী বাসন্তী ভট্টাচার্য মহোদয়া এবং তাঁর টিমের। তবে এই কাজ খুব সহজ ছিল না, বরং এই টিম গঠন এবং কাজ সম্পাদন করতে বিদ্যালয়ের প্রধানের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল।

SL-4

বিভিন্ন মজাদার খেলার মাধ্যমে টিম গঠন করা যায়। এটা খেয়াল রাখতে হবে যে মজার খেলাগুলোর মাধ্যমে টিম গঠন করার ক্ষেত্রে টিম-ওয়ার্কের নিম্নলিখিত ধারণাসমূহের উপর জোর দেওয়া হবে ঃ

❖ Collaboration বা সহযোগিতা।
❖ সুসংহতভাবে কাজ সম্পাদন করা।
❖ সৃজনশীল ভাবনা।
❖ উদ্ভাবনী চিন্তাধারা।
❖ নেতৃত্বদানের গুণাবলি পরখ করা।
❖ সহনশীলতা বৃদ্ধি করা।
❖ গঠনমূলক সমালোচনা এবং মত বিনিময়।

(আমরা দ্বিতীয় অধিবেশনে কিছু মজার কার্যকলাপের মাধ্যমে টিম গঠন করব।)

SL-5